www.shekhapora.com

WB SLST (বাংলা 9–10 / 11–12)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট কবি

দ্বিজমাধব

(কবিপ্রতিভা ও কাব্যবিচার)

ভূমিকাঃ

বাংলা মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যধারা হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত এই কাব্যধারা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব অন্যতম। তাঁর রচিত 'সারদামঙ্গল' (বা 'চণ্ডীমঙ্গল') বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কাব্যটি কেবল দেবীমাহাত্ম্যের কাহিনি নয়; এতে মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মবিশ্বাস, বণিকজীবন, গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং মানবজীবনের নানা দিক অত্যন্ত বাস্তবভাবে চিত্রিত হয়েছে।

WB SLST বাংলা বিষয়ের পরীক্ষায় দ্বিজ মাধব, তাঁর কাব্য, কাব্যের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা, সমাজচিত্র এবং সাহিত্যিক অবদান থেকে নিয়মিত প্রশ্ন আসে।

১. কবির পরিচয়

- নাম : দ্বিজ মাধব
- উপাধি : দ্বিজ
- সাহিত্যধারা : মঙ্গলকাব্য
- কাব্যশাখা : চণ্ডীমঙ্গল
- প্রধান রচনা : সারদামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল)
- যুগ : ষোড়শ শতক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে পরিচিত।

২. জন্ম ও পরিচয়

দ্বিজ মাধবের জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব কম পাওয়া যায়।

গবেষকদের মতে—

- তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি।
- ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
- 'দ্বিজ' শব্দ থেকেই তাঁর ব্রাহ্মণ পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
- পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কোনো স্থানে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

৩. সাহিত্যিক পরিচয়

দ্বিজ মাধব মূলত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি।

তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল—

- দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার।
- দেবীর পূজার প্রচলন।
- সাধারণ মানুষের কাছে দেবীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় তুলে ধরা।

কিন্তু তাঁর কাব্য কেবল ধর্মীয় নয়; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিলও।

৪. প্রধান রচনা

সারদামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল)

এই কাব্যকে অনেকে সারদামঙ্গল আবার অনেকে চণ্ডীমঙ্গল নামে উল্লেখ করেছেন।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য

- দেবীমাহাত্ম্য
- আখ্যানধর্মিতা
- লোকজ জীবন
- বাস্তব সমাজচিত্র
- অলৌকিকতা
- মানবিক আবেগ

৫. কাব্যের গঠন

কাব্যটি সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) কালকেতু উপাখ্যান

এখানে একজন দরিদ্র ব্যাধ কালকেতুর জীবনের পরিবর্তনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।
দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদে—

- তিনি রাজা হন।
- সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।
- দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) ধনপতি উপাখ্যান

এই অংশটি চণ্ডীমঙ্গলের সবচেয়ে জনপ্রিয় অংশ।
এখানে দেখা যায়—

- ধনপতি বণিকের জীবন
- খুল্লনার দুঃখ
- লহনার ঈর্ষা
- শ্রীমন্তের অভিযান
- দেবীর কৃপা

৬. কালকেতু চরিত্র

কালকেতু প্রথমে ছিলেন—

- দরিদ্র ব্যাধ
- পরিশ্রমী
- সৎ
- সাহসী

দেবী চণ্ডীর কৃপায়—

- তিনি ধনী হন।
- রাজা হন।
- সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

প্রতীকী অর্থ

কালকেতু সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

৭. ধনপতি চরিত্র

ধনপতি ছিলেন—

- ধনী বণিক
- শৈবধর্মাবলম্বী
- আত্মবিশ্বাসী
- প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী

তিনি প্রথমদিকে দেবী চণ্ডীকে যথাযথ মর্যাদা দেন না।
পরবর্তীকালে নানা বিপদের পর দেবীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

পেখাপড়া.com

৮. খুল্লনা চরিত্র

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র।

বৈশিষ্ট্য

- সতী
- ধৈর্যশীলা
- সহিষ্ণু
- ভক্ত
- আত্মমর্যাদাসম্পন্ন

তিনি দেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন।

৯. লহনা চরিত্র

ধনপতির প্রথম স্ত্রী।

বৈশিষ্ট্য

- ঈর্ষাপরায়ণ
- অভিমানী
- স্বার্থপর
- সংসারকেন্দ্রিক

তাঁর চরিত্রে মানবমনের দুর্বলতা ফুটে উঠেছে।

১০. শ্রীমন্ত চরিত্র

খুল্লনার পুত্র।

বৈশিষ্ট্য

- সাহসী

- মেধাবী
- মাতৃভক্ত
- ধর্মবিশ্বাসী

তিনি বহু বাধা অতিক্রম করে পরিবারের সম্মান রক্ষা করেন।

১১. দেবী চণ্ডীর চরিত্র

চণ্ডীমঙ্গলের কেন্দ্রীয় শক্তি হলেন দেবী চণ্ডী।

তাঁর বৈশিষ্ট্য

- শক্তির প্রতীক
- মাতৃসুলভ
- ন্যায়পরায়ণ
- আশীর্বাদদাত্রী
- শাস্তিদাত্রী

তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন এবং অহংকারীদের শিক্ষা দেন।

১২. কাব্যের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

১. আখ্যানধর্মিতা

ঘটনার ধারাবাহিকতা অত্যন্ত সুন্দর।

পাঠকের আগ্রহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে।

২. চরিত্রচিত্রণ

প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত।

বিশেষত—

- কালকেতু
- ধনপতি
- খুল্লনা
- লহনা
- শ্রীমন্ত

৩. বাস্তববাদ

মধ্যযুগীয় বাংলার বাস্তব সমাজজীবন কাব্যে ফুটে উঠেছে।

৪. অলৌকিকতা

দেবীর আবির্ভাব

অলৌকিক ঘটনা

স্বপ্নাদেশ

আশীর্বাদ

ইত্যাদি কাহিনিকে আকর্ষণীয় করেছে।

৫. লোকজ উপাদান

কাব্যে রয়েছে—

- ব্রত
- পূজা
- লোকবিশ্বাস
- গ্রামীণ সংস্কৃতি
- লোকাচার

৬. ভাষা

দ্বিজ মাধবের ভাষা—

- সহজ
- সাবলীল
- ছন্দময়
- লোকভাষানির্ভর

৭. প্রকৃতিচিত্র

বাংলার—

- বন
- নদী
- গ্রাম
- পশুপাখি

অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. সমাজচিত্র

কাব্যে মধ্যযুগীয় সমাজের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

পারিবারিক জীবন

- বহুবিবাহ
- পারিবারিক দ্বন্দ্ব
- নারীর সংগ্রাম
- মাতৃত্ব

অর্থনৈতিক জীবন

- বাণিজ্য
- নদীপথ
- সমুদ্রযাত্রা
- ব্যবসা

ধর্মীয় জীবন

- শৈবধর্ম
- শক্তিপূজা
- লোকধর্ম

সামাজিক বৈষম্য

- দরিদ্র ও ধনীর পার্থক্য
- জাতিভেদ
- সামাজিক মর্যাদা

১৪. নারীচরিত্রের গুরুত্ব

দ্বিজ মাধব নারীর শক্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।
বিশেষত—

- খুল্লনা
- দেবী চণ্ডী

নারীকে ধৈর্য, ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শেখাপড়া.COM

১৫. ভাষাশৈলী

দ্বিজ মাধবের ভাষায়—

- তৎসম শব্দ
- তদ্ভব শব্দ
- দেশজ শব্দ
- লোকভাষা

সবকিছুর সুন্দর সমন্বয় রয়েছে।

১৬. অলংকারের ব্যবহার

কাব্যে দেখা যায়—

- উপমা
- রূপক
- অনুপ্রাস
- উৎপ্রেক্ষা

এগুলো কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

১৭. ছন্দের ব্যবহার

- পয়ার
- ত্রিপদী
- মিশ্র ছন্দ

ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮. দ্বিজ মাধবের সাহিত্যিক অবদান

১. চণ্ডীমঙ্গল ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।
২. সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন।
৩. চরিত্রচিত্রণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
৪. লোকজ সংস্কৃতিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
৫. বাংলা আখ্যানকাব্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯. অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কবিদের সঙ্গে তুলনা

কবি	প্রধান বৈশিষ্ট্য
কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী	বাস্তববাদ, সমাজচিত্র, ভাষার শক্তি
দ্বিজ মাধব	দেবীমাহাত্ম্য, সরল ভাষা, আখ্যানধর্মিতা
মানিক দত্ত	প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা

---

২০. পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (One Liner)

1. দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি।
2. তাঁর প্রধান কাব্য সারদামঙ্গল।
3. তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি।
4. তাঁর কাব্যে কালকেতু ও ধনপতি—দুটি প্রধান উপাখ্যান রয়েছে।
5. কালকেতু একজন ব্যাধ ছিলেন।
6. দেবী চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু রাজা হন।
7. ধনপতি ছিলেন ধনী বণিক।
8. খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী।
9. লহনা ধনপতির প্রথম স্ত্রী।
10. শ্রীমন্ত খুল্লনার পুত্র।
11. দেবী চণ্ডী শক্তির প্রতীক।
12. কাব্যে মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।
13. লোকসংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
14. কাব্যের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল।
15. বাস্তববাদ ও অলৌকিকতার সমন্বয় দ্বিজ মাধবের কাব্যের বৈশিষ্ট্য।
16. কাব্যে নদীপথ ও বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে।
17. নারীচরিত্র চিত্রণে দ্বিজ মাধব বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
18. আখ্যানধর্মিতা তাঁর কাব্যের প্রধান শক্তি।
19. দেবীমাহাত্ম্য প্রচারই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শেখাপড়া.com

উপসংহার

দ্বিজ মাধব বাংলা মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর 'সারদামঙ্গল' কেবল দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকাব্য নয়; এটি মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, পারিবারিক জীবন, বাণিজ্য এবং লোকসংস্কৃতির এক মূল্যবান দলিল। সহজ ভাষা, জীবন্ত চরিত্রচিত্রণ, আখ্যানের গতি এবং বাস্তব জীবনের প্রতিফলনের কারণে তাঁর কাব্য বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। WB SLST, SET, NET, TET এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে দ্বিজ মাধব ও তাঁর কাব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।